দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপাচার্যের সঙ্গে মতবিরোধ ॥ চবি প্রক্টরের আকস্মিক পদত্যাগ

তৌহিদ ইবনে ফরিদ, চবি থেকে ॥ প্রজন্ম '৭১-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক ডঃ গাজী সালেহ উদ্দিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে নবনিযুক্ত উপাচার্যের সাথে সৃষ্ট মতবিরোধের কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে ক্যাম্পাস সূত্র জানায়। এদিকে প্রক্টরের পদত্যাগের খবরে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

ডঃ গাজী সালেহ উদ্দিন বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। পদত্যাগপত্র পেশের পর তিনি বিষয়টি নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ফজলী হোসেনকে মৌখিকভাবে অবহিত করেন। তবে পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে কিনা তা এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান এবং উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আবু ইউসুফকে আকস্মিকভাবে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে অধ্যাপক মোহাম্মদ ফজলী হোসেনকে নতুন উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। এ নিয়োগের পরদিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে উপাচার্য এবং প্রক্টর ডঃ গাজী সালেহ উদ্দিনের মধ্যে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। শিক্ষকদের একটি অংশ দাবি করেছে– মৌলবাদী জামায়াত-শিবিরকে ক্যাম্পাসে পুনর্বাসনের জন্য নবনিযুক্ত উপাচার্য সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ। পক্ষান্তরে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তিকে দমন এবং ক্যাম্পাসের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ডঃ গাজী সালেহ উদ্দিনের মনোভাব ছিল কঠোর। ফলে উভয়ের মধ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ চলে আসছিল। ফেব্রুয়ারি মাসেই ডঃ সালেহ উদ্দিন পদত্যাগের ঘোষণা দেন। কিন্তু উপাচার্য নতুন প্রক্টর না পাওয়া পর্যন্ত ডঃ সালেহ উদ্দিনকে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে প্রক্টর বিভিন্ন অশুভ শক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করে বৃহস্পতিবার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন বলে সূত্রটি জানায়। তবে এ ব্যাপারে ডঃ সালেহ উদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছেন বলে জানান। মতবিরোধের বিষয়ে তিনি মুখ খুলতে নারাজ। পদত্যাগ গৃহীত হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে নবনিযুক্ত উপাচার্য মোহাম্মদ ফজলী হোসেন ও রেজিস্ট্রার ডঃ জহুরুল আলমের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। ডঃ সালেহ উদ্দিনের পদত্যাগের ঘটনায় ছাত্র-শিক্ষক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রগতিশীল চেতনায় বিশ্বাসী ছাত্র সংগঠনগুলো ডঃ সালেহ উদ্দিনের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।